গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

আদেশ নং-১৪/২০০৮ তারিখ ১৫.৩.১৪১৫ বাংলা/২৯.৬.২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: **সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প (পোষাক শিল্প ব্যতীত) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ আদেশ, ২০০৮।**

The Customs Act, 1969 (Act IV of 1969 এর Section 13 এর Sub Section (2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প (পোষাক শিল্প ব্যতীত) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুসরণ করার জন্য, নিম্নরূপ আদেশ জারি করিল, যথা:

০১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন** : ক) এই আদেশ, সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প (পোষাক শিল্প ব্যতীত) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ আদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

০২। **বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণ:** মেশিনের ক্যাটালগে বর্ণিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সরেজমিনে জরিপকৃত মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয় করিতে হইবে। সুপারিনটেনডেন্ট এর নিম্নে নহেন এরূপ একজন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা জরিপ করিতে হইবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত একই Make & Model এর মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে যাহাতে সামঞ্জস্য থাকে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয়কল্পে বৎসরে ৩০০ (তিন শত) কার্যদিবস এবং প্রতি কার্যদিবসে ২০(বিশ) কর্মঘন্টা বিবেচ্য হইবে। তবে, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩ (তিন) শিফটে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয় এরূপ ঘোষণা প্রদান করা হইলে এবং উক্তরূপ ঘোষণার সমর্থনে প্রমাণ্য দলিলাদি কমিশনার (বন্ড) বা যে কোন এখতিয়ার সম্পন্ন শুল্ক কমিশনার এর নিকট দাখিল করা হইলে তাহা যথাযথ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত কমিশনার উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতি কার্যদিবসে ২৪ ঘন্টা বিবেচনা করিতে পরিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে আকস্মিক পরিদর্শনে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রম ২৪ ঘন্টা পরিচানার ঘোষণা যথাযথ নয় মর্মে প্রতিষ্ঠিত হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। কোন প্রতিষ্ঠানের মোট বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নরূপে নিরুপিত হবে: বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ও বার্ষিক মোট কার্যদিবস (৩০০) × কার্যদিবস প্রতি ঘন্টা (২০ অথবা ক্ষেত্রমত ২৪) × উৎপাদন ব্যবস্থা মেশিনের সংখ্যা × প্রতি ঘন্টায় মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা।

০৩। **নতুন বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ:** (ক) কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নতুন বন্ড লাইসেন্স প্রদানের সময় অনুচ্ছেদ ৩২ অনুযায়ী নিরূপিত বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার ৩০ ভাগের সমপরিমাণ কাঁচামাল বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিতে হইবে।

(খ) উপ-অনুচ্ছেত ০৩(ক) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করার পর সংশ্লিষ্ট মেয়াদের কোন এক পর্যায়ে আমদানি প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করার আবশ্যকতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত সময় পর্যন্ত ব্যবহৃত কাঁচামালের আনুপাতিক হারে বন্ড লাইসেন্সের মেয়াদ পর্যন্ত সময়ের জন্য আমদানি প্রাপ্যতা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার অনধিক ৮০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে।

০৪। **বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ:** (ক) পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে মাসিক উৎপাদন ক্ষমতা পূর্বে বিস্তারিত না হইয়া থাকিলে বন্ড লাইসেন্স নবায়ন পর্যায়ে অনুচ্ছেদ ০২ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপন করিতে হইবে।

"(খ) এই আদেশ জারী হওয়ার পূর্বে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে এবং মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধাণ করা হইয়াছে সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স নবায়নের সময় বার্ষিক আমদানি প্রপ্যতা নিম্নরূপে নির্ধারণ করিতে হইবে:

উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অব্যবহিত পূর্ববর্তী কৎসরের রপ্তানিতে যে পরিমাণ কাঁচামাল ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার সাথে শতকরা ২০(বিশ) ভাগ পরিমাণ কাঁচামাল যোগ করিয়া মজুদসহ বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার অনধিক ৮০(আশি) ভাগ আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা যাইবে। তবে শর্ত থাকে যে, বর্ণিত পদ্ধতিতে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা স্থাপিত মেশিনের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৬০(ষাট) ভাগের নিম্নে হইলে মজুদসহ বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার ৬০(ষাট) ভাগ সমপরিমাণ কাঁচামাল বার্ষিক আমদানি যোগ্যতা হিসেবে নির্ধারণ করিতে হইবে। তবে এইরূপ হিসাবকৃত আমদানি প্রাপ্যতা কোন কাঁচামালের ক্ষেত্রে যদি এমন হয় যে তাহা এক কন্টেইনার এর কম কিংবা এমন পরিমাণ হয় যে তাহা আমদানি করিতে অসুবিধা হইবে, সেই ক্ষেত্রে এক কন্টেইনার এর সমপরিমাণ কিংবা এমন পরিমাণ আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিতে হইবে যাহা আমদানি করা যায়।

(গ) **উপ-অনুচ্ছেদ:** ৪(খ(এ বর্ণিত পদ্ধতিতে বার্ষিক আমদানি প্রাপ্রতা নির্ধারণ করার পর সংশ্লিষ্ট মেয়াদের কোন পর্যায়ে আমদানি প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করার আবশ্যকতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত সময় পর্যন্ত ব্যবহৃত কাঁচামালের আনুপাতিকহারে বন্ড লাইসেন্স নবায়নকৃত মেয়াদের অব্যবহিত পূর্বের মেয়াদের কাঁচামালের মজুদের জেরসহ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার অনধিক শতকরা ৮০(আশি) ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে।

০৫। **নতুন সংযোজিত বা অপসারিত মেশিনের ক্ষেত্রে আমদানি প্রাপ্যতা পনু:নির্ধারণ:** (ক) পুরাতন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নতুনভাবে অতিরিক্ত মেশিন সংযোজন করা হইলে অতিরিক্ত স্থাপিত মেশিনের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা অনুচ্ছেদ ০২ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নিরূপণ করিতে হইবে।

(খ) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থপিত ও ব্যবহৃত মেশিনের সংখ্যা পাইলে ঐ মেশিনের নিরূপিত উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে আমদানি প্রাপ্যতা হ্রাস করিয়া তাহা পুন: নির্ধারণ করিতে হইবে।

০৬। **সাধারণ শর্তাবলী :** (ক) অনুচ্ছেদ-০৩ অথবা অনুচ্ছেদ-০৪ অথবা অনুচ্ছেদ-০৫ অনুযায়ী কোন মেয়াদে নির্ধারিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা ও পূর্ববর্তী মেয়াদের মজুদ কাঁচামালের সমাপনী জেরসহ একত্রে তাহা যেন কোন ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৮০ ভাগের অতিরিক্ত না হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(খ) কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জালিয়াতি বা পণ্য অবৈধভাবে অপসারণের গুরুতর অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে অথবা কোন গুরুতর অনিয়ম মামলা থাকিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আমদানি প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা যাইবে না। এছাড়া, কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দাবীনামা থাকিলে এবং উক্ত দাবীনামার অর্থ পরিশোধের জন্য কর্তৃপক্ষের আইনানুগ নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইলে সেই ক্ষেত্রে আমদানি প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা যাইবে না। কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শুল্ক আইনের ২০২ ধারা কার্যকর থাকিলে সেই ক্ষেত্রে আমদানি প্রাপ্যতা অনুমোদন করা যাইবে না।

০৭। **নির্ধারিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার অতিরিক্ত কাঁচামাল আমদানি:** অনুচ্ছেদ-০৩ অথবা অনুচ্ছেদ-০৪ অথবা অনুচ্ছেদ-০৫ এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কোন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মেয়াদে উক্তরূপ আমদানি প্রাপ্যতার অতিরিক্ত কাঁচামাল আমদানি করা হইলে তাহা প্রযোজ্য শুল্ক করাদির সমপরিমাণ অর্থের নি:শর্ত ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে বন্ডের আওতায় খালাস দেওয়া যাইবে এই শর্তে যে, কোন ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট মেয়াদে মোট আমদানির পরিমাণ ও পূর্ববর্তী মেয়াদের মজুদ কাঁচামালের জেরসহ একত্রে তাহা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৮০ ভাগের অতিরিক্ত হইবে না। ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে খালাসকৃত কাঁচামাল যারা উৎপাদিত সমুদয় পণ্য রপ্তানি শেষে ব্যাংকের যথাযথ পিআরসি/প্রত্যয়নপত্র দাখিল করা হইলে উক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্ত করিতে হইবে।

০৮। **পণ্য ভিত্তিক আমদানি-প্রাপ্যতা নির্ধারণ:** পণ্য উৎপাদনে যে সকল কাঁচামাল প্রয়োজন হয় উক্ত কাঁচামালসমূহের Consumption ratio এর ভিত্তিতে আইটেমসমূহের পৃথক পৃথক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রতিটি কাঁচামালের পৃথক পৃথক আমদানি প্রাপ্যতা, পণ্য উৎপাদনে ঐ সকল কাঁচামাল ব্যবহারের আনুপাতিক হার এর সংগে সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিতে হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর কর্তৃক কোন সহগ নির্ধারিত থাকিলে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ঘোষণা গ্রহণ করিয়া উক্ত তথ্য অনুরূপ পণ্য উৎপাদনকারী এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠান হইতে সংগৃহীত তথ্যের নিরীক্ষা যাচাই করিতে হইবে। এই সকল

ক্ষেত্রে কোন বিশেষজ্ঞ মতামত সংগ্রহ করার সহজ সুযোগ থাকিলে সেইরূপ মতামত গ্রহণ করিয়া প্রাপ্যতা নির্ধঅরণ করা যাইবে। একই ধরনের পণ্য উৎপাদনকারী সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব একই Consumption ratio অনুসরণ করিতে হইবে। পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার্য একাধিক কাঁচামাল একটি অপরটির বিকল্প বা পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা থাকিলে সেই ক্ষেত্রে ঐ সকল বিকল্প/পরিপূরক কাঁচামালের আমদানি-প্রাপ্যতা একত্রে যোগ করিয়া মোট পরিমাণ হিসাবে আমদানি-প্রাপ্যতায় উল্লেখ করা যাইবে।

০৯। **আমদানি প্রাপ্যতা অনুমোদন:** অনুচ্ছেদ-০৪ ও ০৫ এ বর্ণিত আমদানি প্রাপ্যতা অতিরিক্ত কমিশনার অথবা যুগ্ম কমিশনার পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারণ ও অনুমোদন করিবেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের আমদানি প্রাপ্যতা কমিশনার পর্যায়ে অনুমোদন করিবেন।

১০। **বন্ডে এককালীন মজুদ:** কোন সময়েই বন্ডে এককালীন মজুদ কাঁচামালের পরিমাণ নির্ধারিত বার্ষিক আমদানি-প্রাপ্যতার এক তৃতীয়াংশ অথবা গুদামের অনুমোদিত ধারণ ক্ষমতা এই দুই এর মধ্যে যাহা কম তাহার বেশী হইবে না।

১১। **পণ্যের বর্ণনা ও এইচ.এস.কোড বন্ড লাইসেন্সে উল্লেখকরণ:** বন্ড লাইসেন্সের আওতায় যে সকল পণ্য খালাসযোগ্য হইবে সেইগুলির নাম এইচ. এস. কোড, আমদানি প্রাপ্যতা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্ণনা সুস্পষ্টভা লাইসেন্সে উল্লেখ করিতে হইবে। ইতোপূর্বে যে সকল বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে সেইখানে এই সকল তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ না থাকিলে নবায়নের সময় উল্লেখ করিয়া দিতে হইবে।

১২। **রহিতকরণ ও সংশোধন:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-১৪১/২০০৩ তারিখ: ২১.০৭.২০০৩ এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

১৩। এই আদেশ ১ জুলাই, ২০০৮ খ্রীস্টাব্দ/১৭ আষাঢ়, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
(ড. মো: সহিদুল ইসলাম)
প্রথম সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

প্রজ্ঞাপন আদেশ নং-১৫/২০০৮ তারিখ ২৩.১১.২০০৮ অনুযায়ী সংশোধিত।